

FQH = 26

সালাত শুরু করার পরের- (ফরজ)

1

ফরজসমূহ

১. দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে
তাহরীমা বলা

২. কিয়াম করা বা দাঁড়ানো

৩. কেরাআত পড়া

৪. রুকু করা

৫. সিজদা করা

৬. শেষ বৈঠক

১. দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলা

অর্থাৎ নামাজকে **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলে শুরু করা আবশ্যিক। নবী সা. বলেছেন,

إذا قمت إلى الصلاة فكبر

যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াও, তাকবীর বল। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৩

তাকবীরে তাহরীমা সম্পৃক্ত মাসআলা

□ ‘তাকবীরে তাহরীমার’ প্রতিটি হরফ মুসল্লি দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চারণ করা ওয়াজিব। যদি কোন একটি হরফ দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চারিত না হয়; তাহলে তার সালাত ফরয সালাত হিসেবে সংঘটিত হবে না।" ইমাম নববী (রহঃ) "আল-মাজমু" গ্রন্থ ৩/২৯৬

□ বসা অবস্থায় কিংবা নুয়ে পড়া অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বললে সেটা আদায় হবে না। এখানে দাঁড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হবে; যা হুকমি দাঁড়ানো (যা দাঁড়ানোর স্থলাভিষিক্ত) কেও অন্তর্ভুক্ত করে; যাতে করে কোন ওজরের কারণে বসে বসে ফরয সালাত আদায়কারীর বসাও এর মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

□ ইমামকে রুকুতে পেল, আর সে তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতে রুকুতে গেলো অর্থাৎ তাকবীর এমন সময় শেষ হলো যে, হাত বাড়ালে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এমতাবস্থায় তার সালাত হবে না। খুলাসাতুল ফাতোওয়া, ১/৮৩
(অর্থাৎ এ সময় ইমামকে রুকুতে পাওয়া অবস্থায় নিয়মানুযায়ী প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলা। এরপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে রুকু করা। ইমামের সাথে যদি সামান্যতম মুহূর্তের জন্যও রুকুতে অংশগ্রহণ করা যায়; তবে রাকাতাত পাওয়া গিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আর যদি রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যান; তবে রাকাতাত পাওয়া হলো না।

□ মুক্তাদী ‘তাকবীরে তাহরীমা’ এর শব্দ **اللَّهُ** ইমামের সাথে বললো, কিন্তু **اَكْبَرُ** ইমামের পূর্বে শেষ করে নিলো তবে তার সালাত হবে না আলমগিরী, ১/৬৮

□ যে ব্যক্তি তাকবীর উচ্চারণে সক্ষম নয় যেমন; বোবা বা অন্য যে কোন কারণে যার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে, তার জন্য মুখে তাকবীর উচ্চারণ করা আবশ্যিক নয়, তার অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। তাবঈনুল হাকাইক, ১/১০৯

□ **اللَّهُ** শব্দকে **اللَّهُ** অর্থাৎ আলিফকে টেনে বা **اَكْبَرُ** কে **اَكْبَرُ** অর্থাৎ আলিফ কে টেনে বা **اَكْبَرُ** কে **اَكْبَارُ** অর্থাৎ **ب** কে টেনে পড়লো তবে সালাত হবে না। দুররে মুখতার ২/১৭৭

□ নামাযী বেশি হওয়া অবস্থায় পিছনে আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য যেসব মুকাবিবরগণ তাকবীর বলে থাকেন, সেসব মুকাবিবরদের অধিকাংশই জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আজকাল أَكْبَرُ কে أَكْبَارُ অর্থাৎ ب কে দীর্ঘ টান দিয়ে বলতে শুনা যায়; এর ফলে তাদের নিজের সালাতও ভঙ্গ হয়ে যায়। এ জন্য না শিখে কখনো মুকাবিবর হওয়া উচিত নয়। দুররে মুখতার ২/১৭৭

□ প্রথম রাকাআতের রুকুতে পাওয়া গেলো, তাহলে তাকবীরে উলা বা প্রথম তাকবীরের সাওয়াব পেয়ে গেলো বলে ধর্তব্য হবে। আলমগিরী, ১/৬৯

২. কিয়াম করা বা দাঁড়ানো

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ো” সূরা আল-বাকারাহ, ২৩৮

কিয়াম করা সম্পর্কে মাসআলা

□ কিয়ামের নিম্নতম সীমা হচ্ছে যে, হাত বাড়ালে হাত যেন হাঁটু পর্যন্ত না পৌঁছে। আর পূর্ণাঙ্গ কিয়াম হচ্ছে সোজা হয়ে দাঁড়ান। রদ্দুল মুহতার, ২/১৬৩

□ ফরয, বিতির, দুই ঈদ এবং ফযরের সুন্নাতে দাঁড়ানো ফরয। যদি সঠিক কারণ (ওজর) ব্যতীত কেউ এসব সালাত বসে বসে আদায় করে, তবে তার সালাত হবে না। দুররে মুখতার, ২/১৬৩

□ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নফল সালাত বসে আদায় করতে পারবে, তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। যেমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসূল সা. ইরশাদ করেন: “বসে সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক (অর্থাৎ অর্ধেক সাওয়াব পাবে) সহীহ মুসলিম, ১/২৫৩

অবশ্য অসুবিধার (অক্ষমতার) কারণে বসে পড়লে সাওয়াবে কম হবে না। বর্তমানে সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে, নফল সালাত বসে পড়ার প্রথা চালু হয়ে গেছে। বাহ্যিকভাবে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত বসে সালাত আদায় করাকে উত্তম মনে করছে। এমন অনুমান করা একেবারে ভুল। বিতরের পর যে দুই রাকাতাত নফল পড়া হয় উহারও একই হুকুম যে, দাঁড়িয়ে পড়াটা উত্তম।

□ দাঁড়াতে শুধু একটু কষ্টবোধ হওয়া কোন ওযরের মধ্যে পড়ে না বরং কিয়াম ঐ সময় রহিত হবে যখন মোটেই দাঁড়াতে পারে না অথবা দাঁড়ানোর ফলে বা সিজদা করার কারণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা দাঁড়ানোর ফলে প্রস্রাবের ফোটা চলে আসে অথবা এক চতুর্থাংশ সতর খুলে যায় কিংবা কিরাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম হয়। এমনি দাঁড়াতে পারে কিন্তু তাতে রোগ বৃদ্ধি পায় বা দেরীতে সুস্থ হয় বা অসহ্য কষ্ট অনুভব হয় তাহলে এ সকল অবস্থায় বসে পড়ার অনুমতি রয়েছে।

□ যদি লাঠি দ্বারা খাদিমের সাহায্যে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে এ অবস্থায়ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ফরয।

□ যদি শুধুমাত্র এতটুকু দাঁড়াতে পারে যে, কোন মতে দাঁড়িয়ে তাকবীরে- তাহরীমা বলতে পারবে, তবে তার জন্য ফরয হচ্ছে দাঁড়িয়ে “اللَّهُ أَكْبَرُ” বলা। এরপর যদি দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে বসে বসে সালাত আদায় করতে পারবে।

□ উল্লেখ্য, অনেক মসজিদে বসে সালাত আদায় করার জন্য চেয়ারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক বৃদ্ধলোক দেখা গেছে এতে বসে ফরয সালাত আদায় করে থাকে, অথচ তারা পায়ে হেঁটে মসজিদে এসেছেন, সালাতের পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তাও বলে, মনে রাখতে হবে। এমন সব বৃদ্ধ লোক যদি শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত বসে সালাত আদায় করে থাকে তবে তাদের সালাত হবে না।

৩. কেরাআত পড়া

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়া।” সূরা মুযাম্মিল, ২০

কেরাআত পড়া সম্পৃক্ত মাসআলা

□ কেরাআত হলো, সমস্ত অক্ষরসমূহ তার মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান থেকে) আদায় করার নাম, যেন প্রত্যেক অক্ষর অন্য অক্ষর থেকে পৃথকভাবে বুঝা যায় ও উচ্চারণও বিশুদ্ধ হয়। আলমগিরী, ১/৬৯

- কেরাআতের ক্ষেত্রে ইমাম আযম রাহি. এর মতে এক আয়াত এবং সাহেবাইনের মতে সূরা কাউছারের সমান ছোট তিন আয়াত, অথবা ছোট তিন আয়াতের সমান বড় এক আয়াত পাঠ করা ফরয। (এ অভিমতের উপরই ফাতওয়া)
- ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রাহি. এর মতে সূরায়ে ফাতেহা পড়াও ফরয। তাদের মতে বিসমিল্লাহও সূরায়ে ফাতেহার অংশ।
- শুধুমাত্র বড় এক আয়াত পাঠ করা ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকাআতে ফরয, আর বিতির, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাকাআতে ফরয। মারাক্বিউল ফালাহ, ২২৬
- ফরয সালাতের কোন রাকাআতে কিরাত পড়লো না বা শুধু এক রাকাআতে পড়লো তাহলে সালাত হবে না। আলমগিরী, ১/৬৯
- নীরবে পড়ার ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজে পড়া আবশ্যক যে, যেন নিজে শুনতে পায়।
যদি অক্ষরগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু এত নিম্নস্বরে পড়েছে যে, নিজের কানেও শুনেনি অথচ এ সময় কোন অন্তরায় যেমন, হৈ-চৈই ছিলো না, আবার কান ভারী (অর্থাৎ বধির) ও নয় তবে তার সালাত হলো না। প্রাপ্তত্ত

- যদিও নিজে শুনাটা জরুরী তবে এটার প্রতিও এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক যে, নীরবে কিরাত পড়ার সালাতগুলোতে যেন কিরাতের আওয়াজ অন্যজনের কানে না পৌঁছে, অনুরূপভাবে তাসবীহ সমূহ আদায় কালেও এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।
- সালাত ব্যতীত যেসব স্থানে কিছু বলা বা পড়াটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানেও এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য যে, কমপক্ষে এমন আওয়াজ হয় যেন নিজে শুনতে পায়। যেমন; তালাক দেয়া, পশু যবেহ করার জন্য আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া। এসব ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজ আবশ্যিক যেন নিজের কানে শুনতে পায়। দরুদ শরীফ ইত্যাদি দুআ সমূহ পড়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজ হওয়া উচিত যেন নিজে শুনতে পায়, তবেই পাঠ করা হিসেবে গণ্য হবে। প্রাপ্ত
- হানাফী ফিকহ অনুসারে মুক্তাদি ইমামের পিছনে সালাতে কিরাত পড়বেনা। না সুরায়ে ফাতিহা, না অন্য আয়াত, না নীরবে কিরাতের সালাতে, না উঁচু আওয়াজের কিরাতের সালাতে। ইমামের কিরাতই মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট। সূরা আরাফ ২০৪/সহীহ মুসলিম -৪০৪/আবু দাউদ ৯৭৩) (তিরমীযী ৩১৩) (মারাকিউল ফালাহ, ২২৭)

৪. রুকু করা

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করা” সূরা বাকারা- ৪৩

এতটুকু ঝুঁকা যাতে হাত বাড়ালে হাত উভয় হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এটা রুকুর নিম্নতম পর্যায়। রদুুল মুহতার, ২/১৬৬

আর পূর্ণাঙ্গ রুকু, হচ্ছে পিঠকে সমান করে সোজাসুজি বিছিয়ে দেয়া। রাসূল সা. ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তাআলা বান্দার ঐ সালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যাতে রুকু ও সিজদা সমূহের মাঝখানে পিঠ সোজা করা হয় না” মুসনাদে আহমদ ১০৮০৩

৫. সিজদা করা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবো” সূরা হজ্জ ৭৭

□ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,
 "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكُفْتُ
 الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ"

“আমাকে সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজদাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কপাল- এ বলে তিনি হাত দিয়ে নাকের দিকে ইশারা করলেন; দু’হাত দুইপা (দু’হাটু) এবং দু’পায়ের পার্শ্বদেশ (পায়ের আঙ্গুল সমূহ) আমি (অর্থাৎ- আমরা) যেন (সিজদার সময়) চুল ও কাপড় ধরে না রাখি এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে।” সহীহ মুসলিম ৭৭১

□ প্রত্যেক রাকাতাতে দুইবার সিজদা করা ফরয। দুররে মুখতার, ২/১৬৭

□ সিজদাতে কপাল জমিনের ওপর ভালভাবে স্থাপন করা আবশ্যিক। ভালভাবে স্থাপনের অর্থ হচ্ছে; জমিনের কাঠিন্যতা ভালভাবে অনুভূত হওয়া। যদি কেউ এভাবে সিজদা করে যে, কপাল ভালভাবে জমিনে স্থাপিত হয়নি তাহলে তার সিজদা হয়নি। আলমগিরী, ১/৭০

□ কেউ কোন নরম বস্তু যেমন ঘাস (বাগানের সতেজ ঘাস) তুলা অথবা কার্পেট ইত্যাদির ওপর সিজদা করলো, যদি এমতাবস্থায় কপাল ভালভাবে স্থাপিত হয় অর্থাৎ কপালকে এতটুকু চাপ দিলো যে, এরপর আর চাপা যায় না, তাহলে তার সিজদা হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। তাবঈনুল হাকাইক, ১/১১৭

৬. কা'দায়ে আখিরা (শেষ বৈঠক)

রাসূল সা. বলেছেন,

ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

“অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।”

অর্থাৎ সালাতের রাকাআত সমূহ সম্পূর্ণ করার পর সম্পূর্ণ তাশাহুদ অর্থাৎ (আত তাহিয়্যাত) পর্যন্ত পড়তে যত সময় লাগে এতক্ষণ পর্যন্ত বসা ফরয। আলমগিরী ১/৭০

বি.দ্র. চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাতে চতুর্থ রাকাআতের পর কেউ ভুলে শেষ বৈঠক না করে, তাহলে পঞ্চম রাকাআতের সিজদা না করা পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে যখনই মনে পড়বে তৎক্ষণাৎ বসে যাবে।

□ আর যদি পঞ্চম রাকাআতের সিজদা করে ফেলে অথবা ফজরের সালাতে- দ্বিতীয় রাকাআতে না বসে; তৃতীয় রাকাআতের সিজদা করে নেয়; কিংবা মাগরিবের তৃতীয় রাকাআতে না বসে; চতুর্থ রাকাআতের সিজদা করে নিলো, তবে এসব অবস্থায় ফরয বাতিল হয়ে যাবে। মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য সালাতে আরো এক রাকাআত মিলিয়ে সালাত শেষ করতে হবে।

উল্লেখ্য: সালাতের প্রতিটি রোকনের তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফরয।